কেন্দ্র হইতে তাঁহার তবলাবাদন সম্প্রচারিত হইতে থাকে। দিল্লী অখিল [illegible] কার্যক্রমেও বহুবার তিনি অংশগ্রহণ করেন।

সাথসঙ্গত ছাড়াও স্বতন্ত্রবাদনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দ্রুতলয়ে 'না দি দি [illegible] ধির্ ধির্ বোলের স্পষ্ট প্রয়োগ তাঁহার বাদনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। [illegible] লয়ে 'না ধি ধি না' এমন স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে পরিবেশন করিতে পারিতেন যাহা [illegible] শিল্পীর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না সন্দেহ। পেশকার, কাট, কায়দা, গৎ, টুকড়া [illegible] পরণ ইত্যাদি বেনারস বাজের যাবতীয় বিষয়বস্তু সমান দক্ষতায় প্রয়োগ [illegible] শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিতেন।

শিক্ষক হিসাবেও তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে [illegible] শ্রীরামজী মিশ্র ও মহাপুরুষ মিশ্র যশস্বী তবলাশিল্পী হিসাবে পরিচিত হইয়া[illegible] মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে তিনি দুষ্ট ক্ষতরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের [illegible] মার্চ তারিখে এই প্রতিভাবান শিল্পীর দেহাবসান হয়।

॥ পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ ॥

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাশিল্পী শান্তাপ্রসাদ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের [illegible] জুলাই পবিত্র বারাণসী ধামের কবীরচৌরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন [illegible] মহারাজ নামেও শান্তাপ্রসাদ অভিহিত হন। এক প্রখ্যাত তবলিয়া পরিবারে তাঁহার [illegible] হয়। তাঁহার পিতা বাচা মিশ্র, পিতামহ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রপিতামহ [illegible] সম্রাট পরতপ্পু মহারাজ।

শান্তাপ্রসাদ তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষারম্ভ করেন। তাঁহার সাত বৎসর বয়[সের] সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বালক শান্তাপ্রসাদ পণ্ডিত বলদেব সহায়জীর [illegible] পণ্ডিত বিক্কু মহারাজের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিতে থাকেন। নিরন্তর শ্রম, সাধনা [illegible] অধ্যবসায় দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে একুশ বৎসর বয়সের [illegible] শান্তাপ্রসাদ নিজেকে প্রকৃত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অচিরেই কলিকাতা, [illegible] গোয়ালিয়র, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের বিদগ্ধ সাঙ্গীতিক সমাজ তাঁহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। জাতীয় সঙ্গীত সম্মেলন ব্যতীত হিন্দী ও [illegible]

IND CamScanner App

চলচ্চিত্রের সঙ্গীত জগতেও শাস্তাপ্রসাদ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে', 'বসন্তবাহার', 'চুলি', 'অসমাপ্ত' প্রভৃতি চিত্রে তিনি দর্শকদের শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

কেবলমাত্র দেশে নহে, বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। ভারত সরকার তাঁহাকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিরূপে বহু দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। সর্বত্রই তাঁহার তবলাবাদন ভূয়সী প্রশংসালাভ করিয়াছে।

বারাণসী ঘরাণার সার্থক শিল্পী শাস্তাপ্রসাদ। জড়তাবিহীন স্বচ্ছন্দগতি, সুস্পষ্ট এবং জোরদার আওয়াজ তাঁহার বাজনার বৈশিষ্ট্য। কায়দা, পেশকার, লগ্গী এবং ছন্দের কাজে তাঁহার দক্ষতা অনায়াস ও অপরিসীম। বিভিন্ন বাজের নিপুণ প্রয়োগে তিনি তাঁহার বাজনার নূতনত্বের সংযোগ সৃষ্টি করেন।

॥ শ্রীহীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী ॥

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এক অভিজাত পরিবারে হীরেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মন্মথনাথ গাঙ্গুলী কলিকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ছিলেন। মন্মথবাবু নিজেই একজন অপেশাদার কুশলী তবলাবাদক ছিলেন। মাত্র ৩।৪ বৎসর বয়সে প্রথম পিতার নিকট হীরেন্দ্রকুমারের তবলা শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার পর পিতৃদেবের গুরুভাই নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত লক্ষ্ণৌয়ের খলিফা আবিদ হুসেন খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা করেন। তবলা শিক্ষার পাশাপাশি হীরেন্দ্রকুমার স্কুল কলেজের শিক্ষাও নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং হাইকোর্টের এটর্ণীশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী হন।

১৯৩১ সালে ১৫ই ডিসেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি তাঁহার পিতার অনুসরণ করিয়া বহু ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হীরেন্দ্রকুমার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হন এবং পরবর্তীকালে ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে প্রতিযোগিতায় বিচারক হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হীরেন্দ্রকুমার, লালাবাবু, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতায় "অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স" স্থাপিত হয় এবং ইহার উদ্বোধন করেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তানসেন

Page 2 of 2 IND CamScanner App